بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল্ মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৮ই জুলাই, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর মক্কা বিজয় পরবর্তী কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন এবং যুক্তরাজ্যের আসন্ন বার্ষিক জলসার প্রেক্ষাপটে কর্মীদের উদ্দেশ্য কিছু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও মক্কাবিজয়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করব। মহানবী (সা.)-এর মক্কায় অবস্থানকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারীর বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) মক্কায় ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন; এ সময় তিনি কসর নামায আদায় করতেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) ১৫ কিংবা ১৭ বা ১৮দিন অবস্থান করেছিলেন। যারা ১৭ দিনের কথা বলেছেন তারা মক্কায় যাতায়াতের দিন গণনা করেন নি আর যারা ১৮ দিন বর্ণনা করেছেন তারা এর মাঝে একটি গণনা করেন নি আর যারা ১৫ দিনের কথা উল্লেখ করেছেন তারা শুধুমাত্র মক্কায় অবস্থানের মূল সময়টিকে উল্লেখ করেছেন।

অনেক প্রাচ্যবিদ মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপটে নিজেদের পুস্তকাবলীতে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মূইর তার পুস্তক লাইফ অব মুহাম্মদ (সা.)-এ লিখেছেন, **কুরাইশের অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সমস্ত ছোটো বড়ো কষ্ট ভুলে যাওয়া ছিল তাঁর নিজের স্বার্থে, কিন্তু এর জন্য এক মহান ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া আবশ্যক ছিল।**

অনুরূপভাবে উইলিয়াম মন্টগুমরী, যে ইসলাম এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে অনেক কটুক্তি করেছে, সে তার পুস্তকে লিখেছে, **মক্কার নেতাদেরকে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় নি। এসব নেতা এবং আরও অনেক মানুষ কুফরীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বাধিক যোগ্যতা অর্থাৎ, স্বীয় নেতৃত্বগুণে তিনি (সা.) ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং প্রায় সবাইকেই এ নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হচ্ছে। এটিই ইসলামী সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি, প্রশান্তি এবং উদ্দীপনার চেতনাকে প্রস্ফূটিত করেছে।**

আমেরিকার এক প্রাচ্যবিদ আর্থার গিলমান লিখেছেন, **মুহাম্মদ (সা.)-এর এ বিষয়টি বহুল প্রশংসার দাবি রাখে যে, যে সময় অতীতে সংঘটিত মক্কাবাসীর অত্যাচারের স্মৃতি তাঁকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতি ধাবিত করতে পারত, সে সময় তিনি (সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সব ধরনের রক্তপাত করতে বারণ করেন এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।**

আমেরিকার একজন নারী প্রাচ্যবিদ লিখেছেন, **৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে এক দিন সেই ব্যক্তি [মুহাম্মদ (সা.)], যাকে দশ বছর পূর্বে শহর থেকে পাথর মেরে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং উপহাসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছিল, তিনি ১০ হাজার দক্ষ সেনাসদস্য নিয়ে মক্কা শহরে প্রবেশ করেন এবং আদেশ দেন, 'কাউকে হত্যা করবে না এবং শহরের অধিবাসীদের সাথে কৃপাসুলভ আচরণ করবে'।**

বৃটেনের প্রাচ্যবিদ কেরেন আর্মস্ট্রং তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, **মুহাম্মদ (সা.)-এর রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো বাসনা ছিল না। কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নি আর কারও ওপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও মনে হয় নি। মুহাম্মদ (সা.) লোকদেরকে বাধ্য করতে চান নি, বরং তাদের মাঝে সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি (সা.)**

মক্কায় কুরাইশের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করতে আসেন নি, বরং তিনি এ কারণে এসেছিলেন যেন সেই ধর্মকে নিঃশেষ করতে পারেন যা তাদের জন্য ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুয়্যতের দাবিকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। এ বিজয় কোনো রক্তপাত ছাড়াই অর্জিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তির নীতি অটুট ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই মক্কায় মূর্তিপূজার অবসান ঘটে এবং ইকরামা ও সুহায়েল-এর ন্যায় কঠোর বিরোধীরা নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মুসলমান হয়ে যান।

এরপর হুযূর (আই.) কয়েকজন অস্বীকারকারী অপরাধীর ক্ষমা প্রার্থনা ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তুলে ধরেন। প্রথমত, **আব্দুল্লাহ্ বিন সারাহ্**র তওবা ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। এ ব্যক্তি পূর্বে মুসলমান এবং কাতেবে ওহী ছিল। পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিল। মক্কাবিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্র নামও ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) মক্কাবিজয়ের সময় তাকে আশ্রয় দেন এবং সে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। একদিন হযরত উসমান (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসেন এবং তার বয়আত গ্রহণের আবেদন করেন। মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন, এরপর তার বয়আত নেন। পরবর্তীতে তিনি মিশরের গভর্নর হয়েছিলেন এবং আফ্রিকার অনেক এলাকা জয় করেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-র শাহাদতের পর সকল নৈরাজ্য থেকে দূরে সরে যান। বর্ণিত আছে যে, তার বাসনা ছিল, তার সর্বশেষ আমল যেন নামায হয়। অতএব, একদিন ফজরের নামাযে সালাম ফেরানোর সময় তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এরপর **ইকরামা বিন আবি জাহলের** ঘটনা। সে নিশ্চিত জানত যে, তার অপকর্মের শাস্তি হবে। তাই সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইয়েমেন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! ইকরামা ভয় পাচ্ছে যে, আপনি হয়ত তাকে হত্যা করবেন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাকে নিরাপত্তা দিন। তিনি (সা.) বলেন, সে নিরাপত্তা পাবে। এরপর ইকরামার স্ত্রী তার কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছি যিনি মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা বেশি সম্পর্ক-বন্ধনকারী, পুণ্যবান এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ কোরো না, কেননা আমি তোমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছি। এরপর ইকরামা ফেরত আসে আর ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর দয়ার সাগর মহানবী (সা.) তাঁর একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিজের গায়ের চাদর ইকরামাকে পরিয়ে দেন।

আরেক হত্যাযোগ্য অপরাধী ছিল মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নবের হত্যাকারী **হাব্বার বিন আসওয়াদ**। হযরত যয়নব (রা.) যখন মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন তখন সে তাঁর উটের জীনের দড়ি কেটে দিয়েছিল যার ফলে তিনি উট থেকে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তার গর্ভপাত হয়েছিল আর এভাবে কিছুদিন পরে তিনি শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। মক্কাবিজয়ের সময় হাব্বার পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন।

এরপর **কা'ব বিন যুহায়ের**-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, যে মহানবী (সা.)-এর চরম বিরোধী ছিল। যেহেতু সে কবি ছিল তাই ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করে প্রচার করত। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় না দিয়েই ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিলে সে বলে যে, আমি কা'ব বিন যুহায়ের। এরপরও তিনি (সা.) তার প্রতি ক্ষমা বহাল রাখেন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর শানে একটি

অতুলনীয় কাসীদা রচনা করেন যার বিনিময়ে তিনি (সা.) তাকে একটি চাদর উপহার দিয়েছিলেন। চাদরের আরবী হলো, বুরদা যার ফলে এটি **কাসীদায়ে বুরদা** নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে ইমাম বুসরীর কাসীদাটিও বুরদা হিসেবে খ্যাত। হুযূর (আই.) বলেন, অপরাধীদের ক্ষমার এ ঘটনার উল্লেখ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) যুক্তরাজ্যের আসন্ন জলসার বিষয় উল্লেখ করে বলেন, **আগামী শুক্রবার থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। তাই দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আপন কৃপায় এ জলসাকে সবদিক থেকে সফলতা দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল মন্দ ও ক্ষতিকারক বিষয় থেকে রক্ষা করুন। যারা দেশের অভ্যন্তর এবং বহির্বিশ্ব থেকে জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আসছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিন এবং এখানেও নিরাপদে রাখুন। যেসব অতিথি ব্যক্তিগতভাবে জলসায় আসছেন অথবা যারা জামা'তের ব্যবস্থাপনার অধীনে আসছেন, অতিথিসেবা বিভাগ থেকে তাদের জন্য যথাসাধ্য উত্তম ব্যবস্থা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মেজবানকে তাদের অতিথিদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের তৌফিক দিন।** হুযূর (আই.) আরও বলেন, কর্মীরা অত্যন্ত আগ্রহ ও উচ্ছ্বাসের সাথে ডিউটির জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রত্যেককে গ্রহণীয় সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন। গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান, কোমলতা এবং হাস্যবদনে অতিথিদের সেবা করুন। অনেক সময় কাজের চাপ এবং ঘুমের স্বল্পতার কারণে অনেক কর্মীর মেজাজ প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক কর্মীর এ চিন্তা করে এ দিনগুলো অতিবাহিত করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং সর্বাবস্থায় যেন আমাদের চেহারায় হাসি থাকে। একজন কর্মী, তিনি অফিসার হোন বা সাহায্যকারী, পুরুষ কিংবা নারী, অথবা যে কোনো বিভাগেরই হোন না কেন, সবাইকে হাসিমুখে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সামর্থ্য দিন। কিন্তু একইসাথে সবার প্রতি গভীর দৃষ্টিও রাখতে হবে, যেন কারো কোনো ধরনের দুষ্কৃতি বা নৈরাজ্য সৃষ্টির সাহস না হয়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক কর্মীকে উত্তমরূপে সেবা করার তৌফিক দিন এবং তারা আল্লাহ্‌র কৃপারাজি লাভ করে ধন্য হোন। আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)